MAR. 1[illegible] 2001

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং একাডেমিক পরিবেশ ছাড়াই ব্যাঙের ছাতার মতো মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় এই ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে, কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। যুগান্তরে উক্ত বৈঠকের আলোচনাকে উদ্ধৃত করিয়া যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা স্বভাবতই সকলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে।

ইহা মোটেও অত্যুক্তি নহে যে, এই দেশের স্বাস্থ্য খাতটি খুবই নাজুক পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। নির্দিষ্ট ডেডলাইন বাঁধিয়া দিয়া বলা হইতেছে, 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করা হইবে। অথচ সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করিতে হইলে স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা খাতকে যে পর্যায়ে উন্নীত করা দরকার তাহার কোনও প্রস্তুতিই নাই। বরং যতই দিন যাইতেছে, চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতিটি শাখা-প্রশাখাই যেন একে একে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সরকারি হাসপাতালগুলি পরিণত হইয়াছে দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার আখড়ায়। সরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দরিদ্র মানুষের পক্ষে চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ একেবারেই লোপ পাইতে শুরু করিয়াছে। বিত্তশালীগণ চিকিৎসার জন্য বিদেশে ছুটিতেছে। প্রতি বৎসর চিকিৎসা খাতের ব্যয় হিসাবে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। আর দেশের ভিতরে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যে সকল হাসপাতাল বা ক্লিনিক স্থাপিত হইয়াছে তথায় সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। কারণটিও বোধগম্য। চিকিৎসা বাবদ উচ্চ হারের যে মাসুল গুনিতে হয় তাহা কোনও সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সংস্থান করা সম্ভব নহে। তবে ইহাকেও অনেকে অনেকটা 'মন্দের ভাল' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অন্তত ব্যয়বহুল হইলেও সচ্ছল নাগরিকগণ চিকিৎসা সুবিধা তো পাইতেছেন। প্রশ্ন হইল, সাধারণ মানুষের কি হইবে? ছোট্ট এই দেশ জনসংখ্যা স্ফীতিজনিত নানা সমস্যায় জর্জরিত। উহার প্রধান হইল স্বাস্থ্যসেবা তথা চিকিৎসা ব্যবস্থা। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সাধারণের দোরগোড়ায় লইয়া যাইতে হইবে। এই খাতের দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। বাড়াইতে হইবে চিকিৎসকের সংখ্যা। প্রায় ৫ হাজারের জন্যে চিকিৎসক রহিয়াছেন মাত্র ১ জন। নিঃসন্দেহে ইহা এক দুর্বিষহ অবস্থা। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, আমাদের অবশ্যই প্রচুর চিকিৎসক সৃষ্টি করিতে হইবে। তবে চিকিৎসক তৈরির নাম করিয়া একদল বেসরকারি উদ্যোক্তা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কথা বলিয়া যাহা করিতেছে তাহা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বলা হইয়াছে, মেডিকেল কলেজগুলিতে একাডেমির পরিবেশ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা একেবারেই অনুপস্থিত। শিক্ষার মান খুবই নিম্নপর্যায়ের। অথচ মেডিকেল কলেজের হর্তা-কর্তারা ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে ইচ্ছামাফিক 'গলাকাটা' টিউশন ফি'র নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতাইয়া লইতেছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজগুলির সার্বিক অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে তিন সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ায় নিঃসন্দেহে সবাই প্রীত। তবে সমস্যা সমাধানে যে প্রক্রিয়ার শরণ লওয়া হইয়াছে, তাহা কতটা সুফল দেবে তাহাই জিজ্ঞাস্য। প্রথমে কমিটি, অতঃপর সাব-কমিটি, গোটা প্রক্রিয়াটির মধ্যেই প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির দেখা মিলে বলিয়াই আমরা সংশয়হীন থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের উদ্বেগের একটি মাত্রই কারণ। তাহা হইল, আদৌ উক্ত সমস্যা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব কিনা। দুই-একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজই নিয়ম-নীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনিয়মের আশ্রয় লইয়া অনেকে নিবন্ধিত হইয়াছে বটে। তবে অনেক কলেজেই অত্যাবশ্যকীয় অপারেশন থিয়েটার নাই। নাই সুবিন্যস্ত লেকচার কক্ষ। সর্বোপরি যে অত্যাবশ্যক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি তাও অনেকের নাই। আবার কতগুলি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এমন সকল ভবনে গড়িয়া উঠিয়াছে যেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় কিনা সে প্রশ্ন উঠে। অসংখ্য অনিয়ম আর দুর্নীতির মধ্যদিয়া যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় তাহাতে কি শিক্ষার্থীগণ উপযুক্ত শিক্ষালাভে সমর্থ হইবে? এই প্রশ্নটিই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে সে কলেজকে মেডিকেল কলেজের মতোই হইতে হইবে। নানা গোঁজামিল আর বিশৃঙ্খলার মধ্যদিয়া আর যাহাই তৈরি করা যাক না কেন একজন দক্ষ, নিবেদিত চিকিৎসক তৈরি করা যায় না। আর মেডিকেল কলেজের নামে কেহ 'কসাইখানা' খুলিয়া বসুক তাহাও কাহারও কাম্য হইতে পারে না। এই ব্যাপারে জরুরিভাবেই সমুচিত পদক্ষেপ লওয়া হইবে বলিয়া সকলে প্রত্যাশা করে।